দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ..06 FEB..2014..
পৃষ্ঠা ...7... কলাম...৮

ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীরা হঠাৎ উধাও!

ছয় মামলায় কারো নাম নেই, রাবি হল শাখার এক নেতা গ্রেফতার

■ রাজশাহী অফিস ও রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর সশস্ত্র হামলাকারী ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীরা গত সোম এবং মঙ্গলবারও ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সামনেই প্রকাশ্যে ঘুরেছে। তবে গতকাল বুধবার দিনভর তাদের কাউকে ক্যাম্পাস বা আশেপাশের এলাকায় দেখা যায়নি। তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তায় ওইসব অস্ত্রধারীরা নিরাপদে পালিয়েছে অথবা পুলিশ তাদের পালানোর সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এদিকে, গত রবিবারের সহিংস ঘটনায় গতকাল শিক্ষার্থীদের ওপর হামলায় জড়িত অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের এক নেতাকে আটক করা হয়েছে। বিকাল ৪টার দিকে মতিহার থানা পুলিশ নগরীর কোর্ট এলাকা

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

রাবির
৩৫
বছরে
হত্যাকাণ্ড

শিক্ষক	২ জন
ছাত্রলীগ	৫ জন
ছাত্রদল	৩ জন
জাসদ ছাত্রলীগ	৩ জন
শিবির	১৮ জন
ছাত্রমৈত্রী	২ জন
ছাত্র ইউনিয়ন	১ জন
বহিরাগত	২ জন

ছাত্রলীগের অস্ত্রধারীরা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থেকে তাকে আটক করে। আটক নেতার নাম দেলোয়ার হোসেন ডিলস। সে ছাত্রলীগের মাদার বখশ হল শাখার সাধারণ সম্পাদক বলে জানা গেছে। তবে আগ্নেয়াস্ত্রধারী হিসাবে চিহ্নিত ছাত্রলীগ নেতাদের মধ্যে কাউকেই গতকাল পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামসুর নূর এ প্রসঙ্গে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে সহিংস ঘটনায় জড়িত অভিযোগে ডিলসকে আটক করা হয়েছে। অজ্ঞাতনামা আসামিদের মধ্যে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আগ্নেয়াস্ত্রধারীদের আটকে পুলিশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে ওই ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দুটি, পুলিশ দুটি ও ছাত্রলীগ দুটি মামলা করেছে। তবে এই ছয় মামলার কোনটিতেই ছাত্রলীগের কোন অস্ত্রধারীর নাম নেই বলে জানা গেছে। উল্টো এসব মামলায় আন্দোলনকারী চারটি বাম সংগঠন, ছাত্রশিবির, ছাত্রদল নেতাকর্মীসহ প্রায় ১ হাজার সাধারণ শিক্ষার্থীর নাম দেয়া হয়েছে।

মতিহার থানা সূত্র জানায়, ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে থানায় দায়ের করা দুটি মামলায় ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের আসামি করা হয়েছে। বেআইনি সমাবেশ, সরকারি কাজে বাধাদান ও মারামারির অভিযোগে ৪৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ। বিস্ফোরক আইনে করা তাদের অপর মামলায় ৪৫ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। পুলিশের দুটি মামলার বাদি হয়েছেন এসআই মাসুদুর রহমান। অন্যদিকে একই অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার প্রফেসর মু. এন্তাজুল হকের একটি মামলায় ৫০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে। বিস্ফোরক আইনের অপর মামলায় ৫০ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত ১৫০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

এর মধ্যে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ৪টি মামলায় রাবি ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আবু সুফিয়ান বকশি, ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মুইজ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সদস্য উতসব মোসাদ্দেক, ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সোহরাব হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন সুজন, বিপ্লবী ছাত্রমৈত্রীর যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ, রাজশাহী জেলা ছাত্রফ্রন্টের আহবায়ক দেবাশীষ রায়, সাধারণ শিক্ষার্থী মার্কেটিং বিভাগের সাজু সরদার, বাহারুল ইসলাম, ইকবাল কবির, ফাইন্যান্স বিভাগের সজিব সরকার, ইসলামের ইতিহাস বিভাগের আব্দুল্লাহ আল মামুন, ক্রপসাইন্স বিভাগের সাহাবুদ্দিন, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগর ফারুক ইমন ও মিজানুর রহমান প্রমুখকে আসামি করা হয়েছে।

গত রবিবার বর্ধিত ফি ও সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বাতিলের দাবিতে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর চড়াও হওয়ার সময় আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান ইমন, আল-গালিব ও ফয়সাল আহম্মেদ রুনু, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুর রহমান পলাশ ও নাসিম আহম্মেদ সেতু, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মুত্তাকিন বিল্লাহ, ছাত্রলীগ নেতা সুদীপ্ত সালামকে দেখা গেছে। তাদের ছবি টিভি চ্যানেল ও দেশের অধিকাংশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসময় তারা পুলিশের সামনেই আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের অস্ত্রহাতে ধাওয়া করেছেন। কিন্তু রাজশাহীর মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ব্যারিস্টার মাহবুবুর রহমান অস্ত্রধারীদের গ্রেফতারে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'হামলাকারীদের আশপাশেও পুলিশ ছিল না। ভিডিও ফুটেজ দেখে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে থাকা হামলাকারীদের চিহ্নিত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। তবে তারা গা ঢাকা দেয়ায় কাউকে এখনো পাওয়া যায়নি।'

এদিকে অস্ত্রধারী ছাত্রলীগ নেতাদের মদদ দেয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ মিজানউদ্দিন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, 'অপরাধ করলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। যারা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়, তারা শিক্ষার্থী নামের কলঙ্ক। জড়িত শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে আমরা একাডেমিক ব্যবস্থা নেবো।'

অস্ত্রধারীরা শিবির করতেন!

গত ২ ফেব্রুয়ারি রাবিতে প্রকাশ্যে অস্ত্রহাতে গুলিবর্ষণকারী ছাত্রলীগ নামধারী ক্যাডারদের বেশ কয়েকজন অতীতে শিবিরের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে একজন এখনো ছাত্রশিবিরের নিকট থেকে নিয়মিত অর্থগ্রহণ করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া অনেকে ছাত্রলীগের কমিটিতে থেকে শিবিরের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তি করছে বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা গেছে। শুধু তাই নয় অভিযোগ উঠেছে, বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের অনেকেই জামায়াতি পরিবারের সন্তান। ক্যাম্পাসে পিঠ বাঁচাতে অথবা ছাত্রলীগের নামে অপকর্ম করে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে জনমনে বিভ্রান্তি ও দুর্নাম রটাতে তারা অপকর্ম করে থাকেন।

এদিকে রবিবারের ঘটনায় পরদিন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি দুই অস্ত্রধারীর বিরুদ্ধে সংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও তাদের কারো বিরুদ্ধে এখনো আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। উল্টো ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। তবে ওইসব মামলায়ও মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।